ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ 'ওয়াসা ভবন'
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৮৪.২০১৭/৪৪১ তারিখঃ ২৯/০৪/২০২১

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক সমকাল"
ঢাকা।

বিষয়ঃ প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ।

গত ২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে আপনাদের "দৈনিক সমকাল" পত্রিকায় "সেবা না দিয়ে টাকা নিচ্ছে ওয়াসা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

শিরোনামসহ প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। "সেবা না দিয়ে টাকা নিচ্ছে ওয়াসা" - এ কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। নগরীতে শতভাগ সুয়ারেজ ব্যবস্থা নাই কথাটি সত্য হলেও বাসাবাড়ীর কোন পয়ঃ সংযোগ খালে দেওয়ার জন্য ঢাকা ওয়াসা কখনই নগরবাসীকে উৎসাহ দেয়নি বরং স্যুয়ার নেটওয়ার্ক বিহিন এলাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট নির্মাণ করার জন্য ঢাকা ওয়াসা হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আসছে। এমনকি খালে সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে। এছাড়াও ঐ সমস্ত নতুন এলাকার ইমারত নির্মাণের প্ল্যান পাশ করার ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক অয়েল নির্মাণ বাধ্যতামূলক করার জন্য ঢাকা ওয়াসা রাজউককে বিভিন্ন সময় পত্র মাধ্যম অত্যাবশকীয় দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আসছে।

প্রতিবেদনটিতে স্যুয়ার লাইন পরিষ্কার করা হয় না এবং গত ১০ বৎসরে ওয়াসা একটি টাকাও ব্যয় করেনি বলে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাহাও সঠিক নয়। প্রতি বৎসর বিশেষ করে শীত মৌসুমে প্রত্যেকটি এলাকার স্যুয়ার লাইনগুলির **Mass Cleaning** কাজ করা হয়। পূর্বে লাইন হতে উত্তোলিত স্লাজ রাস্তার পাশে রাখা হত এবং কয়েকদিন পর কেক ফরম হলে তা অপসারন করা হত কিন্তু এখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্লিনিং কাজ করা হয় এবং সিটি কর্পোরেশনের কোন স্লাজ রাস্তায় রাখা যাবে না নির্দেশ থাকায় স্লাজ উত্তোলন করেই বস্তা ভর্তি করে রাতের মধ্যে অপসারন করা হয়। সমুদয় ক্লিনিং কাজের সচিত্র প্রতিবেদন ঢাকা ওয়াসার কাছে রক্ষিত আছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বৃহত্তর উত্তরা (অঞ্চল-৯), বৃহত্তর মিরপুর (অঞ্চল-৪ ও ১০), বারিধারা ও আশপাশের বিশাল এলাকা (অঞ্চল-৮) এর সব হোল্ডিংয়ে পয়ঃ বিল দিয়ে থাকে। পুরো তথ্যটিই অসত্য। যে সমস্ত এলাকায় পয়ঃ সংযোগ নেই, ঢাকা ওয়াসা সেসব হোল্ডিংয়ের জন্য কোন পয়ঃ বিল জারী করে না।

নগরীর শতভাগ এলাকা পয়ঃ সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ঢাকা ওয়াসা একটি স্যুয়ারেজ মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছে। যার আওতায় নগরীতে মোট ৫টি স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মধ্যে পাগলা পয়ঃ শোধনাগার এর আধুনিকায়নের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। এছাড়া দাশের কান্দি পয়ঃ শোধনাগারের নির্মাণ কাজ প্রায় ৭৫% এরও অধিক সমাপ্ত হয়েছে। উত্তরা, মিরপুর এবং রায়ের বাজার এলাকার পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণও প্রক্রিয়াধীন আছে।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের "দৈনিক সমকাল" পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে
২৯/৪/২০২১
এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।